উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়

বণিক বার্তা
মঙ্গলবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০২৪ ■ পৌষ ২, ১৪৩১

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী ক্যাম্পাস

ছবি : মাসফিকুর সোহান

Uttara University
Excellence in Higher Education and Research

বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে পাঁচটি স্কুল ও ১৪টি বিভাগের মাধ্যমে স্নাতকোত্তর ও স্নাতক পর্যায়ে ৪০টি প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। প্রায় দুই দশকের পথচলায় বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে বর্তমানে গবেষণার যথেষ্ট সুযোগও দিচ্ছে। এ-যাবৎ আটটি সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এ বিদ্যাপীঠ। প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী এরই মধ্যে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন ও দেশ-বিদেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন

উরি র‍্যাংকিং-২০২৪

বিশ্বের ৩০০ ইনোভেটিভ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় উত্তরা ইউনিভার্সিটি

রাজধানী ঢাকার মূল শহর থেকে উত্তরে মেট্রো রেল স্টেশন থেকে ৩ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে মানসম্পন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রদানের পীঠস্থান হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে শিক্ষার্থী ও শিক্ষানুরাগীদের কাছে। ২০০৩ সালে DAR ট্রাস্টের অধীনে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা। শুরুতে উত্তরা মডেল টাউনের সেক্টর ৬-এ শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা হতো। ২০২৩ সালের ১ জুলাই থেকে আধুনিক স্থায়ী ক্যাম্পাসে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৪ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিংস ফর ইনোভেশন (WURI) র‍্যাংকিংয়ে স্থান পেয়েছে। র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের ৩০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ২৭৬তম। রিপোর্ট অনুযায়ী তিনটি ক্যাটাগরিতে স্থান পেয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি। এ র‍্যাংকিংয়ে বিশ্বের শীর্ষ ১০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে উরি র‍্যাংকিংয়ে স্টুডেন্ট সাপোর্ট অ্যান্ড এনগেজমেন্ট ওয়ার্ল্ড র‍্যাংকিংয়ে ১২তম অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশের উত্তরা ইউনিভার্সিটি। এই ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের মধ্যে উত্তরা ইউনিভার্সিটির অবস্থান প্রথম। বাংলাদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় এই ক্যাটাগরিতে নেই। উরি র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষ ১০০ ইউনিভার্সিটির মধ্যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও টেকনোলজি ক্যাটাগরিতে উত্তরা ইউনিভার্সিটি আছে ২২তম অবস্থানে।

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় ২০০৩ সালে ড. এম আজিজুর রহমান (DAR) ট্রাস্টের অধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ট্রাস্টটি একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক সংস্থা। দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ, অর্থনীতিবিদ, খ্যাতিমান উদ্যোক্তা এবং মুক্তিযোদ্ধা ড. এম আজিজুর রহমানের নেতৃত্বে এ ট্রাস্ট পরিচালিত হয়। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউএসএআইডির অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ ট্রাস্ট বাংলাদেশের শিক্ষা খাতে অগ্রগতি ও নতুনত্ব আনার লক্ষ্যে উদ্ভাবনী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে।

ড. এম আজিজুর রহমান ছিলেন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য এবং বর্তমানে উত্তরা ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আরা লেখা ভারতের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি ও রাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পোস্টডক্টরেট অর্জন করেছেন। তার নেতৃত্বে নতুন ক্যাম্পাসে দেশের চাহিদাপূর্ণ প্রোগ্রামগুলোয় ডিগ্রি দেয়া হচ্ছে। উচ্চ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্লাবভিত্তিক কার্যক্রমের ওপর জোর দেয়া হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে শিক্ষার্থীরা

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়টি বর্তমানে পাঁচটি স্কুল ও চৌদ্দটি বিভাগের মাধ্যমে বিভিন্ন স্নাতকোত্তর ও স্নাতক ৪০টি প্রোগ্রাম চালু রেখেছে। প্রায় দুই দশক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার মাধ্যমে বর্তমানে প্রচুর গবেষণার সুযোগও দিচ্ছে। এরই মধ্যে আটটি সমাবর্তন সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এ বিদ্যাপীঠ। প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী এরই মধ্যে সনদপ্রাপ্ত হয়েছেন ও দেশ-বিদেশে সুনামের সঙ্গে কাজ করছেন। "উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষের মূলমন্ত্র সামনে রেখে বিশ্ববিদ্যালয়টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে র‍্যাংকিংয়ে স্থান পাওয়ার মাধ্যমে। স্মার্ট ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীরা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণসহ নিজেদের তৈরি করার পাশাপাশি শ্রমবাজারে সক্ষমতা প্রদর্শন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অতীতে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করা অনেকেই হয়েছেন উদ্যোক্তা। সূচনা থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রধান লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত উন্নয়নে সহায়তা করা। প্রতিযোগিতামূলক করপোরেট পরিবেশের জন্য প্রস্তুত হতে এবং পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্র-শিক্ষকদের সবসময় সহায়তা দেয়া হয়। স্বতন্ত্রশাসিত এ প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভাইজরি বোর্ডের পাশাপাশি "বোর্ড অব ট্রাস্টিজ দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রতিষ্ঠানটিতে সপ্তাহের সাতদিনই বিভিন্ন প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের ক্লাস থাকে, যাদের মাঝে অনেক চাকরিজীবীও রয়েছেন। চাকরিজীবীদের জন্য শুক্রবার ও ছুটির দিন ক্লাস নেয়া হয়।

প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থীর বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ছাত্রদের জন্য রয়েছে নিজস্ব ফ্রি পরিবহন ব্যবস্থা, ভার্সিটির বাসেই সব শিক্ষার্থী সমগ্র ঢাকা নগরী ও ঢাকার বাইরে গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ থেকেও আসা-যাওয়া করেন। নতুন ক্যাম্পাসে আসার পর বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদের জন্য স্মার্ট আবাসন ব্যবস্থা দিচ্ছে। অর্ধশতাধিক পিএইচডি ডিগ্রিধারীসহ চার শতাধিক শিক্ষক নিরলসভাবে শিক্ষার উৎকর্ষের কাজে নিয়োজিত। এছাড়া সৃজনশীল ও সামাজিক নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিক্ষার পরিবেশকে এক অনন্যমান পরিবেশে পৌঁছে দিয়েছে উত্তরা ইউনিভার্সিটি। শিক্ষার্থীদের পড়াশোনার মান রক্ষার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিগত ইকুইপমেন্টসহ ক্লাসরুম, প্রয়োজনীয় গবেষণার ব্যবস্থাসম্পন্ন ৫৬টির বেশি ল্যাবরেটরি, সিএসই অ্যাপল ল্যাব, প্রফেশনাল ট্রেনিং, ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট, ইন্টার্নশিপ, জব প্লেসমেন্ট, উচ্চতর ডিগ্রিসম্পন্ন শিক্ষক, বিভিন্ন এক্সট্রা অ্যান্ড কো-কারিকুলার কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য প্রায় ২০টি ক্লাব, সুপরিসর ক্যান্টিন এবং বিভিন্ন বিষয়ের প্রচুর বই, জার্নাল ও পত্রিকাসম্পন্ন বিশাল লাইব্রেরি রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে। প্রযুক্তির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল সার্ভার তৈরি করে তা সমৃদ্ধ ও উন্নত করার কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগত দিকের কথা মাথায় রেখে স্থায়ী ক্যাম্পাসে খেলাধুলা করার মতো মাঠ, খোলা জায়গা ও গাছগাছালির পরিকল্পনাও রাখা হয়েছে। ক্যান্টিনের খাবারের স্বাস্থ্যগত মান রক্ষার জন্য প্যাকেটজাত খাবার ছাড়া বাকি আইটেম যেমন ব্রেড, রাইস, কারি ইত্যাদি ক্যান্টিনের নিজস্ব রসুইঘরে তৈরি হয়।

এমনকি শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতায় সহযোগিতার জন্য দেশের প্রথম হেলথ হিউম্যানিটিজ ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে। এ ল্যাব শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবসরে বা সারা দিনের কাজের ফাঁকে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেয়ার জন্য মনোরমভাবে তৈরি। রয়েছে সুন্দর প্রাকৃতিক সুর শোনার ব্যবস্থা ও শিক্ষার্থীদের চর্চা করার জন্য বাদ্যযন্ত্র। সুন্দরভাবে সাজানো এ ল্যাব কক্ষ বিশেষভাবে তৈরি হওয়ায় বাইরের শব্দ ও কোলাহলরোধী নিরিবিলি পরিবেশে যে কাউকে রিল্যাক্স সময় কাটানোর মাধ্যমে মানসিক অবসাদ কাটিয়ে সতেজ হয়ে ওঠার জন্য চমৎকার সুযোগ করে দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে ফাউন্ডার স্কলারশিপ পেয়ে থাকেন মেধাবী শিক্ষার্থীরা। একজন মেধাবী শিক্ষার্থী উচ্চ শিক্ষা থেকে যেন বঞ্চিত না হন, সেদিকটা মাথায় রেখে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দরিদ্র মেধাবী, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে ৬ শতাংশ স্কলারশিপ। এছাড়া নারী, প্রতিবন্ধীসহ বিভিন্ন কোটায় বৃত্তি দেয়া হয়। শিক্ষার জন্য ব্যাংক লোনের সহায়তা করা হয়। প্রতি সেমিস্টারে ইনস্টলম্যান্টের মাধ্যমে টিউশন ফি পরিশোধ করতে পারেন।

শিক্ষার আধুনিক সুযোগ-সুবিধা, উন্নত অবকাঠামো, অভিজ্ঞ শিক্ষক, গবেষণার সুযোগ এবং ব্যতিক্রমধর্মী কর্মমুখী শিক্ষার কারণে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের প্রথম পছন্দ বলে জানিয়েছেন ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, শিল্প-সাহিত্য, বিতর্ক, ক্যারিয়ার মেলা ও সামিটসহ অসংখ্য সহায়ক পরিবেশ পাচ্ছেন এ বিশ্ববিদ্যালয়ে। এমনকি দেশের বাইরের অনেক শিক্ষার্থীও এখানে পড়াশোনা করছেন। দেশের শিক্ষার্থীদের বাইরে গিয়ে পড়াশোনা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ দিতে বিদেশী উচ্চতর র‍্যাংকিংয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে চুক্তি, স্কলারশিপ, এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম এবং আন্তর্জাতিক মানের পাঠক্রম নিশ্চিতও করে থাকে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়। আরো বেশি মানসম্পন্ন শিক্ষা ও সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে কিউএস র‍্যাংকিং, টাইমস হায়ার র‍্যাংকিংসহ বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় র‍্যাংকিংয়ে জায়গা করে নেয়ার লক্ষ্যে এখন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছেন বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যসহ সংশ্লিষ্টরা।

■ ফিচার প্রতিবেদক

গবেষণাকে গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে স্থান পাওয়া লক্ষ্য

অধ্যাপক ড. ইয়াসমিন আরা লেখা

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী চাকরির বাজারে রয়েছে। এখন তারা কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সক্ষমতার পরিচয় রাখছে। সরকারি চাকরি, মাল্টিন্যাশনাল প্রতিষ্ঠানসহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন জায়গায় আমাদের শিক্ষার্থী রয়েছে। এখানে অনেক শিক্ষার্থীই পড়াশোনা শেষ করার আগেই চাকরি পেয়ে যায়। আমাদের প্রচুর শিক্ষার্থী উদ্যোক্তা হিসেবেও সমাজকে সেবা দিচ্ছে। আমি মনে করি এটা আমাদের অনেক বড় অর্জন।

বর্তমানে আমাদের প্রায় ১১ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। তাদের জন্য একাডেমিক কার্যক্রমের সঙ্গে প্রতিনিয়ত ট্রেনিং, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করা হয়। সপ্তাহ খানেক আগেই আমরা একটা এইচআর সামিট করেছি, যেখানে বেশকিছু শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসেই চাকরি পেয়েছে। এ ব্যাপারগুলো নতুন হচ্ছে এমন নয়, বরং উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম থেকেই এমন আয়োজন করে আসছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি কো-কারিকুলার শিক্ষা, বিভিন্ন ক্লাবে অংশগ্রহণ ইত্যাদিতে নিয়মিত অংশ নেয়। ফলে তাদের মাঝে কাজ করা জড়তা ও অস্বস্তি কেটে যায় এবং নিজেদের নিয়ে আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। চাকরির বাজারেও তারা সহজেই নিজেকে প্রকাশ করতে পারে ও অন্য দশ জন প্রতিযোগীর তুলনায় এগিয়ে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য পূরণ বিশাল ব্যাপার আসলে। অনেক ধরনের লক্ষ্য থাকে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠানে, যা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকে ও সময়ের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হয়। লক্ষ্যগুলোর মাঝে মূলত শুরুতে আমরা চেয়েছিলাম দেশের ৬৪ জেলার শিক্ষার্থীরা সহজে ও সাশ্রয়ী খরচে যেন উচ্চ শিক্ষা নিতে পারে। এ জায়গায় আমি বলব উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় এ লক্ষ্য অনেকাংশে পূরণ করতে পেরেছে। আমাদের আগের স্লোগান ছিল 'সাশ্রয়ী টিউশন ফিতে মানসম্মত শিক্ষা'। আর এ সাশ্রয়ী ফিতেই প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষার্থী নিজেদের শিক্ষাজীবন এখান থেকে সম্পন্ন করেছে। সময়ের চাহিদায় গবেষণাকে আমরা এখন অনেক বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি। সেই জায়গায় কাজ করার জন্য আমরা বর্তমানে 'উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণায় উৎকর্ষতা'—এ স্লোগান নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি। এ লক্ষ্যে প্রচুর বিদেশী ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যারা গবেষণার কাজও করছেন। বর্তমানে গবেষণায় বাজেটও বেশি রাখা হচ্ছে। আমরা গবেষণাকে উৎসাহিত করতে শিক্ষকদের রিওয়ার্ড দেয়ার ব্যবস্থাও রেখেছি।

মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণার পাশাপাশি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় একটি বিশেষত্ব হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়টি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবান্ধব। এখানে শিক্ষার্থীরা সহজেই শিক্ষকের কাছে আসতে পারে, শিক্ষকরা সহজেই ম্যানেজমেন্টের কাছে আসতে পারে। এ তিনটা গ্রুপের মাঝে সমন্বয় রেখে একটি টিম হয়ে আমরা কাজ করছি। আমাদের টিম স্পিরিটটা অনেক ভালো যার ফলে যেকোনো কাজে হাত দিলেই সফলতা আসছে। অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান থেকে এদিক দিয়ে আমরা বিশেষত্ব দাবি করতে পারি।

পড়াশোনার পাশাপাশি এখানে খেলাধুলা, ডিবেট, সামাজিক কার্যক্রম ও শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও জোর দেয়া হয়। আমাদের একটি হিউম্যানিটিজ ল্যাব আছে, যেখানে গেলে যেকোনো মানুষের মন ভালো হয়ে যাবে অল্প সময়েই। এছাড়া ফুল টাইম কাউন্সেলিং করার জন্য কাউন্সিলর ও টিম আছেন যারা শিক্ষার্থীদের সাপোর্ট দিয়ে থাকেন। ক্যাম্পাসের ভেতর থাকা অবস্থায় স্বাস্থ্যসংক্রান্ত যেকোনো অসুবিধায় সেবা দেয়ার জন্য মেডিকেল অফিসার আছে। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মকর্তা সবার দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির দিকে আমাদের পূর্ণ নজর রয়েছে।

পড়াশোনার ব্যাপারে বলতে গেলে বলতে হয় ইঞ্জিনিয়ারিং, ল, ফ্যাশন ডিজাইন ও বিজনেসসংক্রান্ত বিষয় ছাড়াও এখানে মৌলিক বিষয়গুলো যেমন ফিজিকস, ম্যাথ, ইংরেজি, বাংলা, এডুকেশন, ফিজিক্যাল এডুকেশন ইত্যাদিতেও উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। সাধারণত প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এ ধরনের বিষয় পড়াতে আগ্রহী হয় না, কিন্তু আমরা এসব রেখেছি। একটা বিশ্ববিদ্যালয় বলতে আমরা যা বুঝি ও কল্পনা করি সেখানে এ মৌলিক বিষয়গুলো না থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় পূর্ণতা পায় না। এ বিষয়গুলো উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়কে অন্যদের চেয়ে আলাদা করেছে।

নতুন ক্যাম্পাসে আসার পর অত্যাধুনিক ক্লাসরুম সুবিধা, অত্যাধুনিক ল্যাব সুবিধা, আন্তর্জাতিক মানের বিশাল সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, বিভিন্ন প্রোগ্রাম আয়োজনের জন্য মাল্টিপারপাস হল, খেলাধুলার জন্য মাঠ, সেমিনার-ট্রেনিং-প্রোগ্রাম-খেলাধুলা ও বিনোদনের জন্য যা দরকার সবই পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ক্যান্টিনে পর্যাপ্ত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য। আশপাশে সুন্দর পরিবেশ পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

নতুন ক্যাম্পাসে আসার পর একটা বিশ্ববিদ্যালয় যেমন হওয়া উচিত, তেমন সুবিধা আমরা শিক্ষার্থীদের দিতে পারছি। শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা আছে বিধায় তারা নিরাপদে যাতায়াতের সুযোগ পাচ্ছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য হোস্টেল ফ্যাসিলিটি রয়েছে, যা সামনে আরো বাড়ানোর জন্য কাজ করা হচ্ছে। ল্যাব ও ক্লাসরুম ফ্যাসিলিটিজও আমরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত করার জন্য কাজ করছি। ডিজিটাল লাইব্রেরি ও সার্ভার তৈরি করা হয়েছে, তা আরো উন্নতমানের ও সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ চলছে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের চমৎকার একটি ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে আগ্রহীরা সব তথ্য পাবেন বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে। ওয়েবসাইটটি অনেকের প্রশংসা পেয়েছে সৌন্দর্য ও উপযোগিতার জন্য।

লেখক : উপাচার্য, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়

ছবি : নিজস্ব আলোকচিত্রী

সা|ক্ষা|ৎ|কা|র

১৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোনা করতে পারে এমন সক্ষমতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা আছে

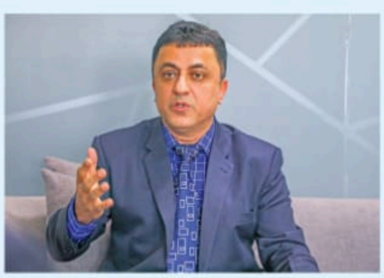

অধ্যাপক ড. গৌর গোবিন্দ গোস্বামী। উপ-উপাচার্য, উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনে দীর্ঘ ৩২ বছরের অভিজ্ঞ। নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় দুই দশক দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। রয়েছে দেশের বাইরেও শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা। সম্প্রতি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা দিক নিয়ে কথা বলেছেন বণিক বার্তার সঙ্গে। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **ফাহাদ হৃদয়**

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী?

উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাকে যখন উপ-উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয় তখন আমার মনে হয়েছে এখানে অনেক কাজ করার সুযোগ রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে অনেক উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। কারণ এ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য ড. এম আজিজুর রহমান একজন নামকরা অর্থনীতিবিদ। তার সুযোগ্য সহধর্মিণী বর্তমান উপাচার্য ও সহপ্রতিষ্ঠাতা প্রফেসর ড. ইয়াসমিন আরা লেখাও বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কাজ করছেন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই। দেশে ফিরে আসার পেছনে আমার স্বপ্ন ছিল দেশের শিক্ষা খাত বিশেষ করে বেসরকারি খাতের জন্য কিছু করা। অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার সেই কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আমার অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকদের সহযোগিতায় আমরা বিশ্ববিদ্যালয়টিকে দক্ষিণ এশিয়ার সেরা একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাতারে নিয়ে যেতে পারব বলে আমার বিশ্বাস।

যোগদানের পর এক বছরের অভিজ্ঞতায় অন্যান্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চেয়ে এখানে কোন বিষয়টি ইউনিক বলে মনে হয়েছে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক আমি বলব এখানে যিনি পড়াচ্ছেন তার পরিচয় বা কতটা দক্ষ শিক্ষক এখানে শিক্ষাদান করছেন। পরের বিষয় আসবে কারা এখানে পড়ছে। আমরা এখন যে বিষয়ে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছি তা হচ্ছে কোন শিক্ষক এখানে পড়াচ্ছেন। শিক্ষক হিসেবে তিনি আন্তর্জাতিক মানের কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নিজের ডিগ্রি অর্জন করেছেন তা আমরা প্রথম মানদণ্ড হিসেবে বিচার করছি। পাশাপাশি গবেষণায় কতদূর অগ্রসর তাও দেখা হচ্ছে। এ ধারাবাহিকতায় গত কয়েক মাসে আমরা নতুন প্রায় ৪০-৫০ জন বিদেশী পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছি। প্রায় সাড়ে ১০ থেকে ১১ হাজার শিক্ষার্থীবিশিষ্ট আর যত বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশে আছে তাদের কেউই বলতে পারবে না, এত স্বল্প সময়ে এত বেশি বিদেশী পিএইচডি ডিগ্রিধারী শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে। তাদের মধ্যে আমেরিকান, কানাডিয়ান, ইউরোপিয়ান, ইউকে, জাপান, ভারত, চীন, কোরিয়া, মালয়েশিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন দেশের ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী শিক্ষক রয়েছেন। অর্থাৎ সারা বিশ্ব থেকে আসা উন্নত মানের শিক্ষাধারীদের সমন্বয় এখানে আমরা করেছি, যা শিক্ষার্থীদের মাঝে উন্নত শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ জাগিয়ে তুলবে। আমরা যদি আন্তর্জাতিক মান ধরে রাখতে পারি তাহলে ভবিষ্যতে আমি যে দ্বিতীয় বিষয়টি বলেছি, কেমন শিক্ষার্থীরা পড়ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে সেই জায়গায়ও আমরা উন্নতি করতে পারব।

আরেকটি বড় বিষয় হলো সুন্দর পরিবেশে নিজস্ব স্থায়ী ক্যাম্পাস। ফ্রি বাস সার্ভিস রয়েছে সব শিক্ষার্থীর জন্য, আবার কাছাকাছি দুটি মেট্রো স্টেশন রয়েছে। ভবিষ্যতে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী যেন এখানে পড়তে পারে ততটুকু সক্ষমতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। ভবিষ্যতে লাইফ সায়েন্স স্কুল খোলার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের। এরই মধ্যে ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাংকিং ফর ইনোভেশনে আমরা পুরো বিশ্বে ২৭৬তম পজিশন পেয়েছি যেখানে বাংলাদেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয় যেতে পারেনি। এ র‍্যাংকিংয়ের একটা ক্যাটাগরি আছে স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট নামে যেখানে আমরা ১২তম অবস্থানে রয়েছি। আমাদের লক্ষ্য আগামী তিন-চার বছরের মাঝে টাইমস হায়ার এডুকেশন, কিউএস এশিয়া, কিউএস ওয়ার্ল্ড ইত্যাদি আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে জায়গা করে নেয়া। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ল গ্র্যাজুয়েট এরই মধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাটর্নি জেনারেল হয়েছেন। অন্য শিক্ষার্থীরাও ক্যাম্পাসেই চাকরি পেয়ে যাচ্ছে প্রায়ই। মাত্র ২১ বছর বয়সী একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য এ বিষয়গুলো অবশ্যই অনন্য।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবচেয়ে বড় শক্তি ম্যানেজমেন্টে আমি বলব ম্যানেজমেন্ট অনেক শক্তিশালী, কোনো বিষয়ে সহজেই তাদের কাছে যাওয়া যায় ও তারা শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন অনুসারে অনুমোদন দিয়ে দেন। মাইক্রোলেভেলে আরেকটি বড় শক্তির বিষয় হলো শিক্ষকদের দায়িত্বশীলতা ও নিবেদিতপ্রাণ মনোভাব।

কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিজের দিক থেকে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় কতটুকু এগিয়ে আছে বলে মনে করেন?

এ বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে অনেকগুলো ক্লাব কাজ করছে। এ ক্লাবগুলো নিয়মিত প্রোগ্রাম, অ্যাক্টিভিটি করার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বৃদ্ধি করছে বাইরের দুনিয়ার জন্য। এছাড়া এখানে এইচআর সামিটের মতো ক্যারিয়ারসংক্রান্ত বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় প্রায়ই। যেখানে শিক্ষার্থীরা নিয়মিতই চাকরির সুযোগও পাচ্ছেন। রয়েছে শিক্ষক ও উচ্চতর ডিগ্রিতে অধ্যয়নরতদের জন্য গবেষণার সুযোগ। গবেষণার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে নতুন স্লোগানে কাজ করছি আমরা। অত্যাধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন লাইব্রেরি, ল্যাব ও ম্যানেজমেন্টের সহায়তায় এখানে সবাই পরিবেশ পাচ্ছে নিজেকে গড়ে তোলার। ছাত্ররা অবসরে বাইরে খেলাধুলা করে নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে সতেজ রাখারও সুযোগ পাচ্ছে। এমনকি উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্যাল এডুকেশন নামে একটি বিষয়ও রয়েছে একাডেমিক কারিকুলামে, যা অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়েই নেই। আমি বলব কো-কারিকুলার ও এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমের দিক থেকে শিক্ষার্থীদের জন্য আমরা সবসময়ই সহযোগিতাপূর্ণ পরিবেশ দিতে প্রস্তুত।